দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...09 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম......2.....

কাপাসিয়ায় খেয়াল খুশি মতো চলছে মাদ্রাসা শিক্ষা

নানামুখী অনিয়ম, বোর্ডের নিয়ম নীতিও উপেক্ষা

■ আসাদুজ্জামান সাদ, কাপাসিয়া (গাজীপুর) সংবাদদাতা

নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কারণে গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলাধীন বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষা ব্যবস্থার করুন হাল হয়েছে। শতভাগ সরকারি টাকায় পরিচালিত হলেও এসব মাদ্রাসায় নেই কোন সরকারি নিয়ন্ত্রণ। শিক্ষা বোর্ডের নিয়মনীতি না মেনে খেয়াল খুশি মতো চলছে কার্যক্রম। ফলে একদিকে সরকারের বিপুল অর্থের অপচয় যেমন হচ্ছে, তেমনি যথাযথ শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

গাজীপুর জেলায় দাখিল, আলিম ও ফাজিল মিলিয়ে মোট মাদ্রাসা ১৭৫টি, যার মধ্যে কেবল কাপাসিয়া উপজেলাতেই ৬৫টি। এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ চলে আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়ন্ত্রণে। এ কমিটি শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতিসহ সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক কর্মচারীর বেতন-ভাতা প্রদান করা হয় সরকারি কোষাগার থেকে।

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে পরিচালনা কোন পর্যায়েই যথাযথ নিয়ম নীতি মানা হয় না বলে অভিযোগ উঠেছে। কাপাসিয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ বলেন, কাপাসিয়ায় যে কোন মানদণ্ডে মাদ্রাসার সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। একটি নীতিমালার আলোকে এগুলোকে সমন্বয় করে জবাবদিহিতার আওতায় আনা প্রয়োজন।

গাজীপুরের জেলা প্রশাসক এস, এম, আলমের সাথে কথা বলার সময় মাদ্রাসাগুলোর দুরবস্থার কথা তিনিও স্বীকার করেন। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলো চালু করার সময় কিছু বিষয় নজর দেয়া হয়নি। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত নিয়েও কথা রয়েছে। উপবৃত্তি প্রদানসহ নানা অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারি হওয়ায় এগুলোতে সরকারের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নেই।